দলীয় কর্মীর স্ত্রীকে আর্থিক সাহায্য প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগড় ঃ দলীয় কর্মী দেবেন্দ্র ভক্তার স্মরণ সভা সংগঠিত করল সিপিআইএমের নারায়ণগড় এরিয়া কমিটি। বুধবার নারায়ণগড় ব্লকের ৭নং কাশীপুর অঞ্চলের মামনসাতে দলীয় কর্মীর স্মরণ সভা সংগঠিত করা হয়েছিল। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক তরুণ রায়, তাপস সিনহা, মদন বোস, ভাস্কর দত্ত, অনিল পাত্র, সুধাংসু বেরা-সহ অন্যান্যরা। সভা থেকে দেবেন্দ্র ভক্তার স্ত্রী পূর্ণিমা ভক্তারের হাতে দলের পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে একলক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য। দলীয় কর্মী দেবেন্দ্র ভক্তার স্মৃতিচারণা করেন নেতৃত্বরা। প্রসঙ্গত, গত বছরের ৯ জুন তারিখ খুন হন দেবেন্দ্র ভক্তা। বাড়ির সামনে থেকেই তাঁর গলা কাটা দেহ উদ্ধার করে নারায়ণগড় থানার পুলিশ। সিপিআইএমের অভিযোগ ছিল, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বলি করা হয়েছে তাদের দলীয় কর্মী দেবেন্দ্র ভক্তাকে। তাই দলীয় কর্মীর পরিবারের পাশে স্ত্রীর হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়।

কাঁথির শতাব্দী প্রাচীন ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী। নিজস্ব চিত্র

নন্দীগ্রামে শ্রীচৈতন্য মিলন উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম ঃ নন্দীগ্রামে শুরু হয়েছে ধর্মীয় শ্রীচৈতন্য মিলন উৎসব। আর এই মহামহোৎসবকে ঘিরে উন্মাদনা প্রচুর। এলাকায় শ্রীচৈতন্যের ভক্তরা মেতেছেন নগর পরিক্রমায়। মনুচক জালপাই শ্রীচৈতন্য ভক্তবৃন্দ আয়োজিত এই উৎসব চলছে মঙ্গলবার থেকে ও নগর পরিক্রমা চলে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। এরপর মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবারও সকালের শৈত্য প্রবাহ উপেক্ষা করে হাজার হাজার ভক্তরা নগর পরিক্রমায় অংশ নেন। বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলা নগর পরিক্রমায় উপস্থিত ছিলেন সরোজেন্দ্র মোহন গোস্বামী। নগর পরিক্রমার পর শ্রীপুর বাজার সংলগ্ন মাঠে প্রতিদিনই আয়োজন করা হয়েছে পালাকীর্তনের। হাজার হাজার ভক্তের সমাগমে ঘটেছিল এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। বিভিন্ন দিন পালাকীর্তন পরিবেশন করেছেন গোবিন্দ গোপাল দাস, বিশ্বজিৎ খাঁড়া, মন্দিরা বর্মণ প্রমুখরা। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় পরিবেশিত হয়দধিমঙ্গল। পরিবেশন করেন জয় নিতাই গৌর কীর্তন সম্প্রদায়।

এগরায় পিঠেপুলি মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরায় দশম বর্ষের পিঠেপুলি মেলার সূচনা হয় বুধবার। এগরা স্বয়ংসিদ্ধার উদ্যোগে মেলা চলবে তিন দিন। আয়োজক সংস্থার সম্পাদিকা লাবনী জানা বলেন, গ্রামবাংলার জনজীবনে পিঠেপুলি যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। পিঠেপুলি উৎসবে গ্রামীণ প্রযুক্তিতে তৈরি মা-বোনেদের হাতের শিল্পকলা ও নিপুণতা প্রতিযোগিতা ও বাংলার সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগে এই আয়োজন। স্বয়ংসিদ্ধার সভানেত্রী শিখা মিশ্র বলেন, এই পিঠেপুলি মেলা পুরোপুরি মহিলা গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত। আমরা শহরের মহিলারা একত্রিত হয়ে দশ বছর ধরে এমন মেলার আয়োজন করে আসছি। এটা যেন আমাদের কাছে একটা সংস্কৃতি। পিঠেপুলি মেলায় স্টল নিয়ে আসা চপলা ত্রিপাঠি নামে এক বিক্রেতা বলেন, সব থেকে বড়ো কথা হল এখন আমার পিঠেপুলি ভুলে যেতে বসেছি। কিন্তু এটা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির একটা অঙ্গ। নিজের হাতে পিঠে তৈরি করে মানুষকে খাওয়াতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। এদিন সকাল সাতটা থেকে পিঠে বানিয়েছি। দশ রকমের পিঠে বানিয়েছি। আমি আশা করছি আগের বছরের চেয়ে এবছর বেশি পরিমাণ পিঠে এই মেলায় বিক্রি করতে পারবো।

পিঠেপুলি মেলায় আসা মৌটুসি রায়চৌধুরী দাস নামে এক ক্রেতা বলেন, পিঠেপুলি মেলা খুবই ভালো লাগছে। মেলায় এসে পিঠে খেলাম। এই মেলায় আমি একশো টাকা দিয়ে তিনরকমের পিঠে কিনেছি। এই মেলা তিনদিন ধরে চলবে। মেলায় পনেরো খানা পিঠেপুলির স্টল রয়েছে। পিঠেপুলি মেলা উপলক্ষ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন রয়েছে প্রতিদিন।

কেশিয়াড়িতে কৃষি মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেশিয়াড়ি ঃ কেশিয়াড়ি ব্লক ও কেশিয়াড়ি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে কেশিয়াড়ি রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হল মাটি, কৃষি, উদ্যানপালন, মৎস্য, কৃষি বিপণন, সমবায় ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়ণ মেলা ২০১৮। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুরু হয় তিন দিন ব্যাপি কৃষি মেলার। যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কেশিয়াড়ি বিধানসভার বিধায়ক পরেশ মুর্মু, জেলাপরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ নির্মল ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন কেশিয়াড়ি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী জগদীশ দাস, ফটিক রঞ্জন পাহাড়ি প্রমুখ। এদিনের মেলাতে ছিল বিভিন্ন ধরণের কৃষিজ স্টল-সহ বিভিন্ন প্রদর্শনমূলক স্টল দেওয়া হয়। ফিতে কেটে প্রতিটি স্টলের উদ্বোধন করেন উপস্থিত সকলেই। এই মেলাতে ব্লকের কৃষকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে কেশিয়াড়ি ব্লক। জেলাপরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ গত বছরের বিভিন্ন ধরণের কৃষিজ পরিসংখ্যান তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, চাষ অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করে। ভারতে অধিকাংশ মানুষ চাষের উপর নির্ভর করে। গত সরকারের আমলে রাজনৈতিক বাতাবরণের জন্য অনেক জমিতে চাষ হয়নি। সেই সংকট বর্তমানে নেই। চাষিরা নব উদ্যমে চাষ করছেন। যার নজির কৃষিমেলার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনের সুবর্ণজয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ গত ৩ দিন ধরে চলা কালিয়াপাড়া রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের বুধবার ছিল শেষ দিন। এদিন ছিল বিদ্যালয়ের সকল অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সংবর্ধনা সভা। তারপরেই যুব সমাজ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা। যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সকলেই। জাতীয় শিক্ষক ও বসন্তপুর ঝাড়েশ্বর বানীমন্দিরের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রণব কুমার পট্টনায়েক এবং উপস্থিত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে। আলোচনা শেষে ছিল স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রাক্তনী পুনর্মিলন উৎসব। এই অনুষ্ঠানে স্কুলের পক্ষ থেকে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রাক্তনী পুনর্মিলন উৎসব। এই অনুষ্ঠানে স্কুলের পক্ষ থেকে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হয়। ছিল স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান। সমস্ত ছাত্রছাত্রী উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শিক্ষা দপ্তরের সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক মহুয়া বসাক, বসন্তপুর ঝাড়েশ্বর বানীমন্দিরের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রণব কুমার পট্টনায়েক, বেলদা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক তুহিনকান্তি দাস, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ সর ও এই স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার জানা-সহ শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

নিবেদিতার জন্ম সার্ধশতবর্ষ পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ চলছে ভগিনী নিবেদিতার জন্ম সার্ধশতবর্ষ। বিদেশিনী হয়েও দেশে এসে বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণদেব এবং সারদামণিদেবীর সংস্পর্শে এসে তিনি কল্যাণময় কাজ ও সাহসিকতার দৃষ্টান্ত রেখেছেন। তাঁকে স্বীকৃতি দিতে রাজ্য সরকার সাহসিকতার পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা কেবল মেয়েরাই পাবে। বুধবার ভগিনী নিবেদিতার জন্মের সার্ধশতবর্ষ পালনের পাশাপাশি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের রাজ্য সরকারের এই ইচ্ছের কথা জানিয়ে ভগিনী নিবেদিতাকে শ্রদ্ধা জানালো পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় ব্লকের অর্জুনী দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ। এদিন সকালে ভগিনী নিবেদিতার প্রতিকৃতি রেখে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণ করে স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকেরা। মোমবাতি জ্বালিয়ে, স্মরণ করে এ দেশে নিবেদিতার অবদান তুলে ধরা হয়।

ঝাড়গ্রামের কাঁকড়াঝোড়ের জঙ্গলে উদ্ধার হল এক বিশাল আকারের পাইথন। স্থানীয় মানুষজনের নজরে আসার পর তাঁরা বনদফতরকে খবর দেন। খবর পেয়ে বনদপ্তর সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। নিজস্ব চিত্র

এন্টিবায়োটিকের সুফল-কুফল নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘার ঃ রাজ্যের মৎস্য দফতরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার মৎস্যচাষিদের নিয়ে পুরানো দিঘার পঞ্চায়েতিরাজ সভাকক্ষে একদিনের জলকৃষিতে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সুফল-কুফল বিষয়ে আলোচনা শিবির অনুষ্ঠিত হল। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ দেবব্রত দাস, রাজ্যের প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. গদাধর দাস, রাজ্যের মৎস্য দফতরের সিআইএফই ড. বিজয়কালী মহাপাত্র, সিআইসিএফআরআই ড. সঞ্জীব মান্না, জেলার সহ মৎস্য অধিকর্তা রামকৃষ্ণ সর্দার, জেলার উপ মৎস্য অধিকর্তা কিশোর ধাড়া প্রমুখ। এদিন প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. গদাধর দাস বলেন, জলকৃষির প্রসার ও উন্নতির সাথে সাথে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু ঘটিত রোগ ও তার ফলে প্রাণীর মড়ক উৎপাদনের প্রতিবন্ধকতার কারণ। সেই কারণে চাষি ও হ্যাচারি পরিচালকেরা রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে বিভিন্ন প্রকার জীবাণুনাশক ওষুধ প্রয়োগ করে। হ্যাচারি এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিচালিত খামারে বিভিন্ন প্রকার এন্টিবায়োটিক ও রাসায়নিক ঘন ঘন ব্যবহার করা হয়, তুলনামূলকভাবে প্রথাগত এবং উন্নত প্রথাগত চাষে এইসব বস্তুর প্রয়োগ কম। রাজ্যের সিআইএফই ড. বিজয়কালী মহাপাত্র বলেন, প্রতিরোধ বা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এন্টিবায়োটিক প্রায়শই জলজপ্রাণীর দেহে সঞ্চিত হয়। খাদ্যরূপে গৃহীত পেশী কোষে সঞ্চিত এন্টিবায়োটিক বিভিন্ন প্রকার শারীরিক অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে যেমন এলার্জি, বিষক্রিয়া, অন্ত্রে উপকারি জীবাণুর পরিবর্তন ও ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি। মানুষের খাদ্যে ক্লোরামফেনিকলের উপস্থিতি রক্তাল্পতা ঘটাতে পারে। এর ফলে অত্যন্ত খারাপ অস্থি-মজ্জার রোগ হতে পারে। নাইট্রোফুরান জাতীয় এন্টিবায়োটিক ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগ ঘটাতে সমর্থ। সেই কারণে বেশীরভাগ আমদানিকারী দেশগুলি জলকৃষিতে ও হ্যাচারিতে বিশেষ-বিশেষ এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে। আবার ভারতেও এই সমস্ত এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারের পরিমাণ যত বেশি হয় তত জীবাণুদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়তে থাকে। ফলে, প্রতিকারের প্রয়োজনে ব্যবহৃত এন্টিবায়োটিক কোন কাজে নাও লাগতে পারে। হ্যাচারিতে বহু প্রচলিত রীতি হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্য এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার। বিশেষত, যখন লার্ভার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অর্থাৎ হ্যাচারিতে ট্যাঙ্কের বদ্ধ জলে লার্ভা ও পোষ্ট লার্ভার প্রতিপালন চলাকালীন জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই প্রচলিত রীতি বদলানো যেতে পারে প্রোবায়োটিক ব্যবহারের মাধ্যমে। লার্ভার জন্য ব্যবহৃত জীবিত খাদ্যবস্তুর উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারও কুফল হিসাবে দেখা দিতে পারে। এই সমস্ত ব্যবহারিক পদ্ধতির ফলে কৃষিজাত প্রাণীতে এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্ট থাকতে পারে। জলকৃষি ক্রমাগত উন্নতি লাভ করে চলেছে। জলজাত খাদ্যের প্রধান উৎস হিসাবে এবং মানুষের খাদ্যবস্তু হিসাবে দেশীয় ও রপ্তানির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। জলকৃষির দ্বারা অব্যবহৃত ও অন্যান্য সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের চাকুরির সুযোগ ও লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ণ হচ্ছে। বিগত দশকে অর্থনীতি ও ব্যবসায়িক উদ্যোগে জলকৃষির ব্যাপ্তি ভারতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। এই অগ্রগতি বহুমুখী। বর্তমানে সমুদ্রজাত খাদ্য উৎপাদনে গুণগত এবং পরিমাণগত বৃদ্ধি হয়েছে। পাশাপাশি রপ্তানিও বেড়েছে। এদিন আলোচনা শিবিরে জেলার বিভিন্ন এলাকার পাঁচশতাধিক মৎস্যচাষি হাজির ছিলেন।